দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 4 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

দুর্নীতির প্রতিবাদের জের

নড়াইলে ২শ' শিক্ষক কর্মচারী ৭ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু' কর্মকর্তাকে ১০ লাখ টাকা নজরানা দিতে পারেননি বলে নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার ৮টি স্কুলের দু' শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী সাত মাস ধরে সরকারী বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। স্থানীয় এমপি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা তাঁদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব বরাবরে আবেদন করেছেন, তবু কোন কাজ হচ্ছে না। ফলে দু'শতাধিক পরিবার নিদারুণ অর্থকষ্টে ভুগছে।

সংশ্লিষ্ট ৮টি স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিযোগ, গত বছর ৮ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'জন সহকারী পরিদর্শক কাজী নূরুল ইসলাম ও আলীমুজ্জামান স্কুল পরিদর্শনের জন্য লোহাগড়া আসেন। ১৭ জুন পর্যন্ত ঐ দু' কর্মকর্তা লোহাগড়া পাইলট হাই স্কুল, লক্ষ্মীপাশা আদর্শ বিদ্যালয়, মরিচপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরস্বতী একাডেমিসহ ৮টি স্কুল পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে ঐ দু' কর্মকর্তা স্কুলপ্রতি ১ থেকে ২ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেন। মোটা অঙ্কের এই ঘুষের টাকা দিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ অপারগতা প্রকাশ করলে কর্মকর্তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সব কাগজপত্র নিয়ে ঢাকা চলে আসার চেষ্টা চালান। এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা সব খাতাপত্র ফিরিয়ে নেন। গত বছর ১৮ জুন এ সম্পর্কিত "মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি" শীর্ষক একটি খবর জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়। পরদিনই ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করে ৮টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক লোহাগড়া থানায় জিডি করেন।

কিন্তু ঐ দু' কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব চিঠির মাধ্যমে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ঐ ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী বেতন-ভাতা স্থগিত করেন। এ ঘটনায় শিক্ষক-কর্মচারী ছাড়াও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।